ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)

প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক ম্যানুয়াল

আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য

সূচীপত্র

০১। ভূমিকা ১
০২। প্রি-পেইড মিটার কি? ১
০৩। কেন প্রি-পেইড মিটার? ২
০৪। বিবিধ চার্জ সমূহ ২
৪.১। ডিমান্ড চার্জ ২
৪.২। মিটার রেন্ট ২
৪.৩। এনার্জি চার্জ ৩
৪.৪। ভ্যাট ৩
৪.৫। অন্যান্য চার্জ ৩
০৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ ৫
০৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন? ৫
০৭। প্রি-পেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট ৬
০৮। প্রি-পেইড মিটারের এরর লিস্ট ৭
০৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি(FAQ) ৭
১০। গ্রাহকের প্রতি দিক নির্দেশনা ৯
১১। উপসংহার ৯

প্রি-পেইড মিটার

১। ভূমিকা

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য সরকার বিদ্যুৎখাতে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক এ খাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে এ খাতকে আধুনিকায়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর ও গ্রাহক বান্ধব করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ বিল শতভাগ আদায়,গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, লোড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে শীঘ্রই সকল পোস্ট-পেইড মিটার প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনা হবে। সে জন্য ডিপিডিসির সব পোস্ট-পেইড মিটার পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে।

২। প্রি-পেইড মিটার কি?

প্রি-পেইড মিটার এক ধরনের বিশেষ বৈদ্যুতিক মিটার যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার হতে ধীরে ধীরে টাকা কেটে নেয়া হয় এবং টাকা শেষ হয়ে গেলে মিটারটি এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অতঃপর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে পুনরায় মিটারটি রিচার্জ করতে হয়। প্রি-পেইড মিটার দুই প্রকারঃ স্মার্ট কার্ড ও কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটার।

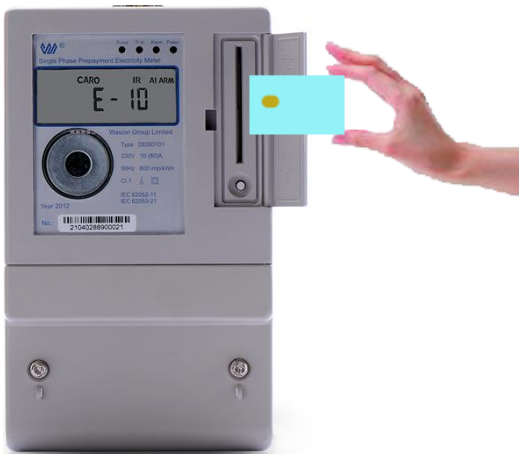

ছবি – স্মার্ট কার্ড মিটার

ছবি – কী প্যাড মিটার

স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটারঃ স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহককে একটি স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। এই স্মার্ট কার্ডটি ভেন্ডিং স্টেশন থেকে রিচার্জ করে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটারঃ কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহক ভেন্ডিং স্টেশনে রিচার্জ করতে গেলে তাকে একটি টোকেন নাম্বার দেয়া হয়। সেই টোকেন নাম্বারটি মিটারের গায়ে থাকা কী-প্যাড চেপে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

৩। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা

প্রিপেইড মিটারের কিছু সুবিধা নিম্নরুপ-

- গ্রাহক যেকোন সময়ে দেখতে পারবেন যে, তার কত টাকা খরচ হয়েছে আর কত টাকা অবশিষ্ট আছে
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া না হওয়ার কারণে লাইন কাটার টেনশন থাকবে না
- ভুল মিটার রিডিং এর কারণে অতিরিক্ত বিল প্রদানের কোন ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কাটা হবে
- মিটারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই মিটার সয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও সচেতন হবে
- গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ও ফ্রেন্ডলি আওয়ারে (বিকাল ৪টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত) মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ করবে না। এই সময় মিটার ক্রেডিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।
- তাছাড়া ইমারজেন্সি ক্রেডিটেরও ব্যবস্থা আছে। উপরোক্ত সময় গুলো ছাড়াও যদি কোন সময় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গ্রাহক স্মার্টকার্ড বা বিশেষ বোতাম চাপ দিয়ে ইমারজেন্সি ক্রেডিট চালু করতে পারে।
- প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিল দেয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হবে না।

৪। চার্জ সমূহ

বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন(BERC) কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নলিখিত চার্জ সমূহ প্রিপেইড মিটারে আরোপ করা হয়-

৪.১। ডিমান্ড চার্জ

অনুমোদিত লোডের জন্য প্রতি মাসে একবার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়। যদি গ্রাহক কোন মাসে ভেন্ডিং করতে না আসে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করতে আসেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করবে। (উদাহরণঃ ধরা যাক, ‘এলটি-এঃআবাসিক’ শ্রেণীর সিঙ্গেল ফেজের গ্রাহক ৩ কিঃ ওঃ লোড ব্যবহার করে তাহলে তার প্রতিমাসে ডিমান্ড চার্জ হবে ৩*২৫ = ৭৫ টাকা)

৪.২। মিটার রেন্ট

যেহেতু মিটারটি ইউটিলিটি কর্তৃক প্রদত্ত তাই গ্রাহককে প্রতি মাসে একবার সিঙ্গেল ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট হিসেবে দিতে হবে। যদি মিটারটি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রাহক নিজে মিটার কিনে দেয় তাহলে আর মিটার রেন্ট দিতে হবে না অথবা মিটার স্থাপনের সময় যদি গ্রাহক নিজে মিটার কিনে দেয় তাহলেও মিটার রেন্ট দিতে হবে না।

৪.৩। এনার্জি চার্জ

প্রতি Unit বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ডিপিডিসির ট্যারিফ রেট অনুসারে গ্রাহকের মিটার থেকে টাকা কর্তন হয়।

৪.৪। ভ্যাট

গ্রাহকের মোট বিলের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে (৫%) প্রতিবার ভেন্ডিং করার সময় ভ্যাট কর্তন করা হবে।

৪.৫। অন্যান্য চার্জ

ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং ভ্যাট ছাড়াও অন্যান্য চার্জ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে প্রতিমাসে একবার কাটা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

এখানে উল্লেখ্য যে এনার্জি চার্জ ব্যতীত অন্যান্য চার্জ Pre-Payment Metering System Software দ্বারা ভেন্ডিং করার সময় কেটে নেয়া হয়। শুধু এনার্জি চার্জ প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার হতে ধীরে ধীরে কেটে নেয়া হয়।

উদাহরণঃ ১-

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এঃআবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিঃ ওঃ লোড ব্যবহার করেন। তিনি যদি ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসেও যদি রিচার্জ করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	৭৫
মিটার রেন্ট	১ মাস x ৪০	৪০
মোট চার্জ		১৮৬.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ১৮৬.৪৩	**১৩১৩.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৩১৩.৫৭** টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি থ্রি ফেজ মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	৭৫
মিটার রেন্ট	১ মাস x ২৫০	২৫০
মোট চার্জ		৩৯৬.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৩৯৬.৪৩	**১১০৩.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট **১১০৩.৫৭** টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণঃ ২-

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এঃআবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিঃ ওঃ লোড ব্যবহার করেন। তিনি যদি ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং গত ডিসেম্বর মাসের পর যদি আর রিচার্জ না করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	৩ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	২২৫
মিটার রেন্ট	৩ মাস x ৪০	১২০
মোট চার্জ		৪১৬.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৪১৬.৪৩	**১০৮৩.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট ১০৮৩.৫৭ টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি থ্রি ফেজ মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	৩ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	২২৫
মিটার রেন্ট	৩ মাস x ২৫০	৭৫০
মোট চার্জ		১০৪৬.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ১০৪৬.৪৩	**৪৫৩.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট ৪৫৩.৫৭ টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণঃ-৩

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এঃআবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিঃ ওঃ লোড ব্যবহার করেন। তিনি যদি ২০১৮ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং মার্চ মাসে তিনি পূর্বেও কোন রিচার্জ করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ৪০	০
মোট চার্জ		৭১.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩	**১৪২৮.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট ১৪২৮.৫৭ টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি থ্রি ফেজ মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপঃ

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
ভ্যাট ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ২৫)	০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ২৫০	০
মোট চার্জ		৭১.৪৩
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩	**১৪২৮.৫৭**

গ্রাহকের মিটারে মোট ১৪২৮.৫৭ টাকা ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহঃ

ডিপিডিসির নির্ধারিত প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পয়েন্টকে ভেন্ডিং স্টেশন বলে। এই মুহূর্তে ডিপিডিসি'র প্রি-পেইড মিটারের ভেন্ডিং নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশনে, বিভিন্ন ব্যাংকে, রবি, গ্রামীণফোন ও MYCash এর নির্ধারিত ডিলারের মাধ্যমে POS মেশিন দিয়ে করা হয়ে থাকে। ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন।

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ এই দুই এলাকার আওতাধীন যে কোন ভেন্ডিং স্টেশন থেকে ভেন্ডিং করতে পারবে।

৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন

উল্লিখিত ভেন্ডিং স্টেশনে হতে ভেন্ডিং করে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারবেন। যখন রিচার্জের প্রয়োজন হবে তখন পরের পৃষ্ঠার চিত্রের ন্যায় মিটারে কার্ড/টোকেন প্রবেশ করিয়ে good অথবা success লেখা না দেখানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ছবি – কার্ড প্রবেশের নিয়ম

ছবি – টোকেন প্রবেশের নিয়ম

৭। প্রি-পেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট

বর্তমানে ডিপিডিসিতে Wasion Group কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটার ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন কোম্পানির মিটার সমূহের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত বিভিন্ন কোড এর বর্ণনা দেওয়া হলঃ

Wasion Group

(এপ্রিল, ২০১৮ সাল পর্যন্ত আজিমপুর ও লালবাগ এলাকায় Wasion Group এর মিটার বসানো হয়েছে)

কোড(সিঙ্গেল ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০২	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
০৩	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৪	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৬	চলতি মাসের ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ দেখার জন্য
০৭	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

কোড(থ্রি ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০০৩	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
০০৫	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৩৪	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
২০৮	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
২২২	চলতি মাসের ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ দেখার জন্য

৮। প্রি-পেইড মিটারের Error লিস্ট

ডিপিডিসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কোম্পানির মিটার সমূহে বিভিন্ন সময়ে যে সব এরর ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয় তার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

Wasion Group

কোড	কোডের অর্থ
০৭০০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম
০১০৩	কার্ডটি থ্রি ফেজ মিটারের
০৪০০	মিটারের সাথে কার্ডের সিকুয়েন্স এ অমিল
০৫০০	কার্ড রিডিংয়ের পূর্বেই মিটার থেকে খুলে ফেলা হয়েছে
০১০২	সিস্টেম আইডির সাথে মিটারের আইডির অমিল
০১০১/ ০১০৭	কার্ডটি এই মিটারের নয়
০২৮০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম
০৪৪১	কার্ডটি সিঙ্গেল ফেজ মিটারের
০৪৮১	মিটারের সাথে কার্ডের সিকুয়েন্স এ অমিল
০২৪১/ ০২৪৫	কার্ডটি এই মিটারের নয়

৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি(FAQ)

(ক) প্রিপেইড মিটারে পোস্টপেইড মিটারের চেয়ে বিল কি কম/বেশি আসে?

উত্তরঃ না। প্রিপেইড মিটারে পোস্টপেইড মিটারের সমান পরিমানে বিল হবে। পোস্টপেইড মিটারের বিল প্রতি ইউনিটের জন্য যেই মুল্যে হিসেব করা হয়, সেই মুল্য তালিকা প্রেপেইড মিটারের মেমোরিতে দেওয়া আছে। তাই দুই প্রকারের মিটারেই বিদ্যুৎ বিল সমান হবে।

(খ) এক এরিয়ার গ্রাহক অন্য এরিয়ায় কার্ড রিচার্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ ডিপিডিসির যেকোন এরিয়ার গ্রাহক অন্য যেকোন এরিয়ায় যেখানে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করার ব্যবস্থা আছে সেখানে কার্ড রিচার্জ করতে পারবে। (শুধু মাত্র আজিমপুর এবং লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের গ্রাহক ব্যতিত)

(গ) কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে করনীয় কি?

উত্তরঃ কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমান ফী প্রদান করে গ্রাহক নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। যদি নষ্ট অথবা হারানো কার্ডে কোন রিচার্জ ব্যালেন্স থাকে তা নতুন কার্ডে দিয়ে দেওয়া হবে।

(ঘ) এক মিটারের কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তরঃ এক মিটারের কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে না। কারণ প্রতিটি কার্ড একটি নির্দিষ্ট মিটারের সাথে সংযুক্ত করা আছে। কার্ডটি যেই মিটারের শুধুমাত্র সেই মিটারটি এই কার্ড দিয়ে চার্জ করা যাবে।

(ঙ) মিটারে সমস্যা অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে কোথায় যোগাযোগ করব?

উত্তরঃ কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

(চ) কার্ডে রিচার্জ করে মিটার চার্জ না করে রেখে দিলে ব্যালেন্স কি চলে যায়?

উত্তরঃ কার্ডে রিচার্জ করে মিটারে চার্জ না করে কার্ড রেখে দিলে কোন সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যেকোন সময় কার্ড মিটারে প্রবেশ করালে একই পরিমাণ টাকা রিচার্জ হবে।

(ছ) এক মাসে একের অধিক রিচার্জ করলে কি প্রতিবারই ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে?

উত্তরঃ না। যেকোন মাসে প্রথমবার রিচার্জ করার সময় এই মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে এবং যদি পূর্বের কোন মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া বকেয়া থাকে তবে সেই চার্জ কাটবে। এরপর একই মাসের পরবর্তী যেকোন রিচার্জে ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটা হবেনা।

(জ) মিটার রেন্ট কতদিন দিতে হবে?

উত্তরঃ যেহেতু ডিপিডিসি বিনামুল্যে মিটার সরবরাহ করেছে তাই সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কোন গ্রাহক যতদিন উক্ত মিটার ব্যবহার করবে ততদিন পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার করে মিটার রেন্ট দিতে হবে।

(ঝ) বাসায় বসে অথবা অনলাইনে স্মার্ট কার্ড মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তরঃ বর্তমানে ডিপিডিসির সরবরাহ করা স্মার্ট কার্ড মিটার বাসায় বসে অথবা অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে না। রিচার্জ করার জন্য মিটারের কার্ড নিয়ে যেসব জায়গায় রিচার্জ করার সুবিধা আছে সেখানে যেতে হবে। কোন কোন জায়গায় রিচার্জ করা যাবে তার তালিকা ডিপিডিসির ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে।

(ঞ)রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে কি?

উত্তরঃ রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবেনা। মিটারে এই সময়টা ফ্রেন্ডলী আওয়ার হিসেবে উল্লেখ করা আছে। এই সময় যে পরিমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে মিটার তা নেগেটিভ হিসেবে জমা রাখবে এবং পরবর্তীতে মিটার রিচার্জ করা হলে ব্যালেন্স থেকে কেটে নিবে।

(ট) Emergency Credit কিভাবে Active করতে হয়?

উত্তরঃ আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার গ্রাহকদের জন্য Emergency Credit প্রযোজ্য নয়।

(ঠ) PFC Charge কখন এবং কিভাবে কাটা হয়?

উত্তরঃ ভেন্ডিং করার সময় BERC এর নিয়ম অনুসারে পূর্বের মাসের হিসাবকৃত PFC Charge প্রি-পেইড সিস্টেম কর্তৃক কেটে রাখা হয়।

(ড) Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হলে তা কিভাবে জানা যাবে এবং তখন করনীয় কি?

উত্তরঃ Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হওয়ার পূর্বে এলার্ম দিবে এবং Load কমানো না হলে মিটারটি কিছু সময় পর পর পাঁচবার ট্রিপ করবে। তারপরও যদি load কমানো না হয় তাহলে মিটারটি ৩০ মিনিটের জন্য অফ হয়ে যাবে। ৩০ মিনিট পর load কমানো না হলে মিটারটি পুনরায় পূর্বের মত এলার্ম দিবে।

(ঢ) কোথায় থেকে ভেন্ডিং করবো?

উত্তরঃ আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ এই দুই এলাকার আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন, বিভিন্ন ব্যাংক, রবি, গ্রামীণফোন ও MYCash এর নির্ধারিত ভেন্ডিং স্টেশন থেকে ভেন্ডিং করা যাবে।

(ণ) কোথায় ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন।

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

১০। গ্রাহকের প্রতি দিক নির্দেশনাঃ

(ক) মিটারের কোন সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে ডিপিডিসির সংশ্লিষ্ট এনওসিএস অফিসে যোগাযোগ করবেন।

(খ) কোন অবস্থাতেই গ্রাহক নিজে অথবা কোন ইলেক্ট্রিশিয়ান দিয়ে মিটারে কিছু করবেন না।

(গ) যদি কোন গ্রাহক নিজে অথবা কোন ইলেক্ট্রিশিয়ান দিয়ে মিটারে কিছু করেন তাহলে বর্তমান বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রাহককে শাস্তি দিতে পারবেন।

(ঘ) প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য ডিপিডিসির ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন।

১১। উপসংহারঃ

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রি-পেইড মিটার বসানোর কার্যক্রম চলছে। প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহকগণ মিটার থেকে নিজের বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সহজে ভেন্ডিং স্টেশন থেকে রিচার্জ করতে পারে। উক্ত কার্যক্রমে ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে।